তারিখ 22 JAN 2016
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম 2

কালের কণ্ঠ

অভিমত

কলেজ পর্যায়ে ইসলাম শিক্ষা

মো. আলী এরশাদ হোসেন আজাদ ▷

রক্তস্নাত পথে স্বাধীনতার পর ইসলাম শিক্ষা প্রসারের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'ইসলামিক ফাউন্ডেশন' ও 'মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড' গঠন করেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর 'অ্যারাবিক অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ' থেকে আলাদা হলো 'ইসলামিক স্টাডিজ', কিন্তু বর্তমানে কলেজ পর্যায়ে বিষয়টির অবস্থান ভালো নেই।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বিভিন্ন সময়ের দুটি বিজ্ঞপ্তির কারণে 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' অনুসারে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রযোজ্য উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিষয় কাঠামো দেখে আমরা শঙ্কিত। আমাদের আশঙ্কা, এতে ইসলামী শিক্ষায় ছাত্রছাত্রীরা নিরুৎসাহিত হবে। নতুন নীতিমালা অনুযায়ী বাংলা, ইংরেজি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি—এই তিনটি বিষয় সব শাখার জন্য বাধ্যতামূলক। আর মানবিক শাখার বিন্যাস এমন—

শাখা	আবশ্যিক তিনটি বিষয়	ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)
মানবিক	ইতিহাস অথবা ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পৌরনীতি ও সুশাসন, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান অথবা সমাজকর্ম, ভূগোল, যুক্তিবিদ্যা	পৌর, অর্থ, ভূগোল, যুক্তি, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, ইতি, ইইতি, ইসলাম শিক্ষা, মনো, পরিসংখ্যান, নৃবিজ্ঞান, কৃষি, গার্হস্থ্য, চারু ও কারু, নাট্যকলা, সমরবিদ্যা, আরবি অথবা পালি অথবা সংস্কৃত, লঘু সংগীত, উচ্চতর গণিত, ক্রীড়া ইত্যাদি

এমন বিন্যাসে 'ইসলাম শিক্ষা' স্রেফ ঐচ্ছিক বিষয় হলো। এতে আশঙ্কাজনকভাবে সব কলেজেই ইসলাম শিক্ষায় ছাত্রসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ফলে হয়তো নিজ থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য আর নতুন কিছুই করতে হবে না। বোর্ডগুলোতে ২০১৪ ও ২০১৫ সালের পরীক্ষার্থীসংখ্যা দেখলেই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষেও বিষয়টি তৃতীয় বা চতুর্থ হিসেবে নেওয়ার সুযোগ ছিল। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, আগে সব গ্রুপের সবাই বিষয়টি নিত। বিশেষত ১৯৯৮ বা আরো আগে বিষয়টি আবশ্যিকের গুরুত্ব রাখত। যদিও আরবি, ইসলাম শিক্ষা ইত্যাদি সমন্বয়ে স্বতন্ত্র 'ইসলাম শিক্ষা শাখার কথাও বিজ্ঞপ্তিতে আছে; কিন্তু প্রশ্ন হলো, মাদ্রাসা ছেড়ে কেউ কী কলেজে আসবে আরবি পড়তে? আবার যেখানে ইসলাম শিক্ষার চেয়ে ব্যবহারিক সংশ্লিষ্ট বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীরা অধিক ঝোঁকে কেবল বেশি নম্বরের আশায়, সেখানে নতুন নীতির ফলে বিষয়টি আরো নিতে চাইবে না—এটাই স্বাভাবিক। অন্যদিকে যে বিষয়গুলো মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক, তার প্রায় সবই ঐচ্ছিক হিসেবেও নেওয়ার সুযোগ কতটা পক্ষপাতদুষ্ট তা বলাই বাহুল্য।

আমি আমার অধ্যাপনার ২৩ বছরে শিক্ষার্থী হ্রাসের এমন ভয়াবহ অবস্থা দেখিনি, যা ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে থেকে দেখলাম। আমাদের কলেজে বিষয়টি পছন্দের শীর্ষে এবং যথেষ্ট ছাত্রপ্রিয় ছিল, অথচ ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে ক্লাসগুলোও চলে গেছে বড়ই অসময়ে! 'ঐচ্ছিক' সময়ে! ডিগ্রি পর্যায়েও নানা নিয়মের প্রতিবন্ধকতা ও সুযোগ সংকুচিত হওয়ার ফলে ইচ্ছা থাকলেও অনেকেই 'ইসলামিক স্টাডিজ' নিতে পারে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে সবিনয় অনুরোধ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে 'ইসলাম শিক্ষা' সব গ্রুপের সবাইকে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক অথবা আগের নিয়মে ন্যূনতম 'খ' গুচ্ছ হিসেবে তৃতীয় বা চতুর্থ বিষয় হিসেবে নেওয়ার সুবিধা বহাল রাখা হোক। অথবা সব কলেজে 'আরবি' বিষয় খোলার ব্যবস্থা করা হোক। 'ইসলাম শিক্ষা শাখা'র আবশ্যিক বিষয়ের তালিকায় ইসলাম শিক্ষা, ইসলামের ইতিহাস ও আরবি—কেবল এই তিনটি বিষয় না রেখে সমাজবিজ্ঞানের আরো কিছু বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হোক, যাতে স্কুল থেকে আসা সাধারণ শিক্ষার্থীও ইসলাম শিক্ষা শাখায় পড়তে পারে।

ইসলাম শিক্ষার বিকাশে সরকার অত্যন্ত আন্তরিক, অথচ কলেজে 'ইসলাম শিক্ষা' বিষয়টি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে গেছে। বাংলাদেশের বাস্তবতায় ধর্মের অপব্যাখ্যা বা ধর্মের নামে অপশিক্ষা রোধের জন্য ইসলাম শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এটা বাধ্যতামূলক হওয়া সময়ের দাবি।

লেখক : বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ
কাপাসিয়া ডিগ্রি কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর
prof.ershad92@gmail.com